প্রশ্ন- ১৮ ও ১৯ঃ "কোন বিপদ বা রোগ থেকে মুক্তির জন্য হাতে সূতা তাগা ইত্যাদি বাঁধা শির্ক ও বিদ্আত" মাসিক মদিনার মার্চ সংখ্যা ৪০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত ইবনে সামছের ১৮ নং উক্ত দাবী কতটুকু সঠিক? সে ১৯ নম্বরে পৃথক করে আরো লিখেছে- *"কোরআনের আয়াত দিয়ে তাবিজ তুমার বাধা কারো কারো মতে জায়েয হলেও ইবনে মাসউদ (রাঃ), কাতাদাহ, শা'বী, সাইদ ইবনে জুবাইর (রাঃ) প্রমূখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতে তা মাকরূহ্। বর্তমানে ঈমানের দূর্বলতার যুগে এটিকে হারাম হিসেবেই নেয়া উচিৎ। কারণ এতে আল্লাহ্র উপর থেকে ভরসা উঠে গিয়ে তাবিজ তুমারের উপর গিয়ে পড়ে। আর তখন তা হবে শির্ক। তাছাড়া তাবিজ বানিয়ে শরীরে ঝুলিয়ে রাখার জন্য কুরআন অবতীর্ণ হয়নি"*। ইবনে সামছের এই দাবী কতটুকু সত্য?

ফতোয়া ঃ ইবনে সামছ দাবীর সাথে দলীল পেশ করলে তা খণ্ডন করা যেতো।

www.sunnibarta.com

সে শুধু যুক্তি দেখিয়েছে। যুক্তি দেখিয়ে কোন মাছআলা হয়না। শির্ক বিদ্আত বলতে হলে শক্ত দলীল পেশ করতে হয়। সে কোনটাই করেনি- বরং কিছু গাজাখুরী কথা বলেছে। ১৮ ও ১৯ নম্বরে বর্ণিত তার দাবীগুলো সম্পূর্ণ মিথ্যা। বিপদ ও রোগ মুক্তির জন্য আলেমগণ সুতা পড়া, তাগা পড়া অথবা তাবিজ তুমার লিখে হাতে বা গলায় ধারণ করার জন্য দিয়ে থাকেন। এগুলোকে সে শির্ক বলেছে- অথচ কাফেরদের তৈরী ঔষধ সেবন ও অন্যান্য মালিশ জাতীয় ঔষধ সে নিজেই ব্যবহার করছে। বুঝা গেল- সে ইসলাম বিদ্বেষী।

এবার আসুন! তাবিজ তুমার, সূতা তাগা বা ঝাড়ফুঁক সম্পর্কে ইসলাম কী বলে- তা পরীক্ষা করে দেখা যাকঃ

১নং দলীল ঃ আল্লাহ্ তায়ালা এরশাদ করেন-

وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ-

-অর্থাৎ "আমি কোরআন মজিদের কিছু অংশ এমন নাযিল করেছি- যা যাহেরী-বাতেনী রোগের জন্য ঔষধ বা শেফা স্বরূপ এবং মোমেনদের জন্য রহমত স্বরূপ"। (সূরা বনী ইসরাঈল)

২নং দলীল ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করেছেন-

مَنْ لَّمْ يَشْفِ بِالْقُرْاٰنِ فَلَا شَفَاهُ اللّٰهُ -

-অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোরআন মজিদের দ্বারা রোগমুক্ত হতে পারেনি- তার জন্য আল্লাহ্ যেন কোন শেফা মঞ্জুর না করেন"। (আল-হাদীস)

৩নং দলীল ঃ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও এরশাদ করেন-

اَلْفَاتِحَةُ شِفَاءٌ لِكُلِّ دَاءٍ اِلَّا السَّامَ-

অর্থাৎ "সূরা ফাতিহা মৃত্যু ব্যতিত সব রোগের ঔষধ"। (তাফসীরে কাশশাফ)

৪নং দলীল ঃ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেনঃ- আমি একদিন এক স্বর্পদংশিত অর্ধমৃত রোগীকে সুরা ফাতিহা পাঠ করে ফুঁ দিয়ে রোগমুক্ত করি। এতে তার পিতা খুশী হয়ে আমাকে একপাল ছাগল দান করেন। আমি তা নিয়ে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলাম। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- রান্না করে আমাকে কিছু গোশত দিও।" (আল-হাদীস)

www.sunnibarta.com

উপরোক্ত ৪টি দলীল প্রমাণ করে- কোরআনের আয়াত দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা বা তাবিজ দেয়া জায়েয এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতে সম্মতি দিয়েছেন।

৫নং দলীল ঃ মুসলিম শরীফে হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نَرْقِيْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ – فَقُلْنَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَرٰى فِيْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَ اَعْرِضُوْا عَلَيَّ رُقَاكُمْ-لَا بَأْسَ بِالرُّقَى اِذَا لَمْ يَكُنْ فِيْهِ شِرْكٌ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

অর্থাৎ- হযরত আউফ ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত- তিনি বলেন, আমরা জাহেলিয়াত যুগে (দেবদেবীর নামে) ঝাড়ফুঁক করতাম। মুসলমান হওয়ার পর আমরা আরয করলাম- ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি ঝাড়ফুঁক ব্যাপারে কি বলেন? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করলেন- তোমাদের ঝাড়ফুঁকের মন্ত্র আমার কাছে পেশ করো। হাঁ, যদি তাতে শির্কের বিষয় না থাকে- তাহলে ঝাড়ফুঁকে কোন দোষ নেই" (মুসলিম শরীফ)। -এতে বুঝা গেল- শির্কবিহীন দোয়া অর্থাৎ আল্লাহ-রাসুলের কালাম বা নামের দোয়া দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা সম্পূর্ণ জায়েয।

৬ষ্ট দলীল ঃ "যাদুল মাআদ" নামক গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে– তাবিজ তুমার ধারণ করা জায়েয কিনা- এ প্রসঙ্গে ইবনে হিব্বান নামক হাদীস বিশারদ হযরত ইমাম জাফর সাদিক (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেন। হযরত জাফর সাদিক (রাঃ) বললেনঃ "যদি আল্লাহ্‌র কালাম হয় অথবা রাসুলুল্লাহ্‌র হাদীস হয়- তাহলে ধারণ করো এবং ঐ তাবিজের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে শেফা প্রার্থনা করো"।

৭নং দলীল ঃ ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর পুত্র আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেন "আমি আমার পিতা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলকে হৃদকম্প রোগী ও জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য তাবিজ তুমার লিখতে দেখেছি"। (আদিল্লাতু আহ্‌লিছ সুন্নাহ ও আন্যান্য গ্রন্থ)

-লিখিত তাবিজ তুমার অথবা পড়া সূতা বা তাগা বাঁধা উক্ত দলীল সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। এমন কি- অনেকে দূর্বা ঘাসের আংটি বানিয়ে তাতে ফুঁক দিয়ে

www.sunnibarta.com

জ্বরের রোগীকে হাতে পরিয়ে দিলে জ্বর ভাল হয়ে যায়। ইবনে সামছ মূলতঃ সৌদী ওহাবী সরকারের সমর্থক। তারা তাবিজ তুমার, ঝাড়ফুঁক ইত্যাদিকে সরাসরি শির্ক মনে করে- অথচ রোগ হলে তারাই কোরআনের আশ্রয় না নিয়ে চলে যায় আমেরিকা- লন্ডনে। সেখানে কাফেরদের দ্বারা চিকিৎসা করায়। ওহাবী–নেতা মৌলভী আশ্রাফ আলী থানবী নিজেই তাবিজের কিতাব লিখেছেন। এখন ওহাবীরাই বেশী তাবিজতি করে। যেমন- হাফেজজী ও তার ছেলে।

সূতা ও তাগা উল্লেখ করে ইবনে সামছ সম্ভবতঃ আজমীর শরীফের তাবারুক সূতার দিকে ইঙ্গিত করেছে। সে জানেনা- নবীজীর ব্যবহৃত রুমাল ধূয়ে উক্ত পানি পান করিয়েছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)। মদিনা শরীফের "খাকে শেফা" পানিতে গুলে পান করলে জ্বর ভাল হয়ে যায় বলে হাদীসে প্রমাণ।

তবে, হাদীস শরীফে এও উল্লেখ আছে- مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ অর্থাৎ **"যে ব্যক্তি (কুফরী) তাবিজ লটকালো, সে শির্ক করলো"**। এই হাদীসের অর্থ হলো- যে তাবিজে জাহেলী যুগের মন্ত্র বা নল- নইছা ইত্যাদি থাকে, সেগুলো ধারণ করলে অবশ্যই শিরক হবে। ইবনে সাম্ছ সম্ভবতঃ এই হাদীসের অপব্যাখ্যা করে বলেছে- সর্বপ্রকার তাবিজই শির্ক।। সে এটা দেখলো- অন্যান্য হাদীস ও কোরআন দেখলোনা কেন- যা ইতি পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে? বুঝা গেলো– তার আক্বিদায় গলদ আছে।